পারফিউম

পারফিউম

পলাশ আহমেদ

শোভা প্রকাশ ॥ ঢাকা

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২৫

প্রকাশক
মোহাম্মদ মিজানুর রহমান
শোভা প্রকাশ
৩৮/৪ বাংলাবাজার মান্নান মার্কেট
তৃতীয় তলা, ঢাকা-১১০০

স্বত্ব
লেখক

বর্ণবিন্যাস
এ্যাপেলটক কম্পিউটার

প্রচ্ছদ
আদনান আহমেদ রিজন

মুদ্রণ
একতা প্রেস

মূল্য
২০০ টাকা

ISBN : 978 984 94769 6 2

Parfum by Palash Ahmed; Published by: Mohammad Mizanur Rahman, Shova Prokash, 38/4 Banglabazar, Mannan Market, Dhaka-1100, Price : 200.00 Taka Only.

ঘরে বসে শোভা প্রকাশ এর সকল বই কিনতে ভিজিট করুন

উ ৎ স র্গ

একজন সুন্দর মনের মানুষ
প্রিয় নাবিদা ফাহিম তাসফিয়াকে
যার সাথে জনম জনমের মায়ায় আবদ্ধ হয়েছি।

পুত্র রিয়ানের জন্ম হওয়ার পর হতে টানা একুশ দিন সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে সাবিহা রহমান। চোখে ঘুম নেই তার। পলকহীনভাবে শুধু সন্তানের মুখপানে তাকিয়ে কখনো আনন্দে হাসে কখনো বা মনের দুঃখে কাঁদে।

সাবিহা রহমানের বিয়ে হয় আতিক রহমানের সাথে। বিয়ের পর হতে দীর্ঘ সতেরো বছর ধরে তারা নিঃসন্তান। বিয়ের পর পুরুষ ও নারীর সুখের ভিত্তি হচ্ছে প্রেম। প্রেম হচ্ছে এক মায়াময় কাল্পনিক শক্তি যা নারী পুরুষকে একে অন্যের প্রতি মোহাচ্ছন্ন করে রাখে। কিন্তু তাদের মধ্যে প্রেম ভালোবাসার কমতি না থাকলেও একটি সন্তানের জন্য মনে সুখ নেই। দেহ মনে সবসময় এক শূন্যতা নিয়ে থাকে তারা।

বাবা মায়ের আত্মা সন্তানের জন্য এক বিশাল মায়া নিয়ে বেঁচে থাকে। এই মায়া বুকের মধ্যে সবটুকু জায়গা জুড়ে থাকে। সময়ের সাথে সাথে এই শক্তি বাড়তে থাকে।

সাবিহা রহমান ও আতিক রহমানের হৃদয়ের মধ্যে টুকরো টুকরো কষ্ট জমা হয়ে স্তুপ আকার ধারণ করছে।

তারা একটি সন্তানের জন্য পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের সব মায়া ঢেলে দিচ্ছে। তারা দরবেশ বাবার মাজারে যায়। গরু মহিষ খাসি মান্নত করে।

ফকির বাবার কাছে গিয়ে অদ্ভুত ঠঙে মাটিতে গড়াগড়ি দেয় সাবিহা। দুধ মধু পানিতে গোসল দেয়। পীর বাবার দেয়া তাবিজ গলায় কোমরে ঝোলায়।

কিন্তু এসব কিছুই তাদের কাঙ্ক্ষিত সন্তানের অভাব পূরণ করতে পারে না। বরং তাদের মনের কষ্ট আর যন্ত্রণাকে বাড়িয়ে দেয় বহুগুণে।

সাবিহা রহমান ও আতিক রহমান সন্তানের আশা ছেড়ে দেয়। তারা মনে করে তারা সন্তান জন্মদানে অক্ষম। তারা ধীরে ধীরে হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। তাদের পৃথিবী সুখ হতে অনেক দূরে চলে যায়। হতাশা আর কষ্টে ভরে যায় তাদের জীবন।

সাবিহা রহমান একটি সন্তানের জন্য পাগল প্রায়। সারাক্ষণ মন খারাপ করে থাকে। কারো সাথে তেমন একটা কথা বলে না। শুধু হতাশার চোখে চেয়ে থাকে।

আতিক রহমান সাবিহা রহমানকে বোঝানোর জন্য বলে, পৃথিবীতে সন্তানই সব না। সন্তান ছাড়াও বাঁচা যায়।

আমরা একে অপরকে ভালোবাসি। আমি তোমার জন্য বাঁচবো আর তুমি আমার জন্য বাঁচবে।

আতিক রহমান সাবিহা রহমানের মাথায় হাত দেয়। সাবিহা রহমান তার অসহায় চোখ তুলে আতিক রহমানের দিকে তাকায়। আতিক রহমান ভরসার গলায় বলে, আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখো। আল্লাহর পৃথিবী ভালোবাসা হতেই সৃষ্টি। সন্তানের প্রতি আমাদের এতো ভালোবাসা নিষ্ফল হবে না। আমাদের কোলে আল্লাহ সন্তান দিবেন। কারণ পৃথিবীতে ভালোবাসারই জয় হয়।

অবশেষে বিয়ের দীর্ঘ সতেরো বছর পর সাবিহ রহমানের কোল আলোকিত করে এক পুত্র সন্তান আসে। সাবিহার রহমানের আনন্দের কোনো শেষ নেই। পুত্র রিয়ানের জন্ম হওয়ার পর হতে টানা একুশ দিন সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে সাবিহা রহমান। চোখে ঘুম নেই তার। পলকহীনভাবে শুধু সন্তানের মুখপানে তাকিয়ে কখনো আনন্দে হাসে আবার কখনো বা মনের দুঃখে কাঁদে।

রিয়ান সাবিহার পেটে থাকা অবস্থায় আতিক রহমান রোড অ্যাকসিডেন্টে মারা যায়। এই কষ্ট ভুলতে না ভুলতে সাবিহা রহমান জানতে পারে যে তিনি ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত। ডাক্তার বলেছে যে সে ব্লাড ক্যান্সারের শেষ স্টেজে আছেন। বেশিদিন বাঁচবে না। যেকোনো সময় মারা যেতে পারে সে।

সাবিহা রহমান সারাক্ষণ সন্তানের মুখপানে চেয়ে থাকে। তার নীরব চোখজোড়া দিয়ে নীরবে জল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে থাকে।

সাবিহা রহমান সন্তানকে প্রচন্ডরকমভাবে ভালোবাসে। সে চায় এসে ভয়ভীতিহীনভাবে সন্তানকে ভালোবাসতে। কিন্তু তা সে পারে না। ভয় ও হতাশা তার মনকে আঁকড়ে ধরে রাখে।

মায়ের আত্মার সমস্ত অংশ জুড়ে থাকে তার সন্তান। সন্তানের জন্য মায়ের যে আবেগ ও ভালোবাসা তা মায়ায় ভরা। এই মায়া রেখে একজন মা থাকতে পারে না।

সাবিহা রহমান সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে শুধু কাঁদে আর কাঁদে। কোনো কিছুতেই তার মনে জমে থাকা অশান্তি দূর করতে পারে না।

সাবিহা রহমান শিশু পুত্র রিয়ানের দিকে তাকিয়ে নিজের মৃত্যুর কথা ভাবছে। মৃত্যুর পর বাবা মা ছাড়া এ সন্তানের ভবিষ্যৎ কিভাবে যাবে?

এখন সাবিহা রহমানের মনে হচ্ছে এ সন্তান জন্ম না নিলেই হয়তো ভালো হতো। পৃথিবীতে এসে তাকে এতো সংগ্রাম করতে হতো না। পৃথিবীতে বাবা ছাড়া তার কি গতি হবে?

আদর যত্ন যেখানে সেখানে মেলে না। আদর যত্ন পাওয়া যায় বাবা মার মাঝে। বাবা মা একটা সন্তানের জীবনকে জাগিয়ে তুলে। পৃথিবী তখনই সুন্দর হয়ে উঠে যখন বাবা মা সহ সুস্থ সুন্দর একটা শিশুকাল পায়।

সাবিহা রহমান টানা একুশ দিন ঘুমায় না। তার ঘুম আসে কিন্তু সে ঘুমাতে চায় না। ঘুমিয়ে তার বাকি দিনগুলো নষ্ট করতে চায় না সে। সাবিহা রহমান চায় সে যতদিন বাঁচবে ততদিন তার সন্তানের দিকেই চেয়ে চেয়ে থাকবে। একটু সময়ও হাত ছাড়া করবে না।

অনেক কথা সাবিহা রহমানের মাথায় আসে। এসব কথার সবই দুঃখ আর কষ্টে ভরা। মাথা হতে এসব কথা সরাতে পারে না সে।

দুঃখ কষ্ট নিয়ে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ পুত্র রিয়ানের দিকে তাকিয়ে তার মন আনন্দে ভরে উঠে। রিয়ান হাসছে। সন্তানের হাসি মায়ের মনে জমে থাকা কষ্ট মুহূর্তেই দূর হয়ে যায়।

সাবিহা রহমানের মনে আনন্দ জেগে ওঠে। এই আনন্দ তার সারা শরীর ছুঁয়ে যায়। সন্তানের সাথে হাজার বছর বাঁচার লোভ জাগে। এই লোভ তার হৃদয়ে আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে।

সাবিহা রহমান সন্তানের হাসিমাখা গালে চুমু খেতে ঠোঁট এগিয়ে নিয়ে যায়। সন্তানের গালে চুমু খাবে ঠিক তখনই সাবিহা রহমানের মুখ দিয়ে রক্তবমি হয়। রক্তবমিতে রিয়ানের সারা মুখ শরীর ভরে যায়। শিশু রিয়ান নিষ্পাপ চোখে চারদিকে তাকায়। তার সমস্ত শরীর রক্তে লাল হয়ে যায়।

সতের বছরের তরুণী তিশা রুমে একা শুয়ে আছে। গভীর রাত। ঘুম আসছে না। এমনটা তার প্রায়ই হয়। চোখে ঘুম থাকলেও শুতে গেলে ঘুম আসে না। হঠাৎ সে কোনো কিছুর একটা আওয়াজ শুনতে পায়। সে চোখ তুলে তাকায়। তরুন বয়সী এক পুরুষ তার রুমে। অন্ধকারে দূর হতে তরুণের চেয়ারাটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। আবছা আবছা লাগছে।

শোয়া হতে উঠে আলো জ্বালিয়ে যুবককে দেখতে ইচ্ছে করছে তার। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তিশা তার হাত পা নাড়াতে পারছে না। সমস্ত শরীর যেন বিছানায় আটকে আছে। তার হাত পা অদ্ভুতভাবে কাঁপছে।

হঠাৎ তরুণ এসে তার মুখ খুব জোরে চেপে ধরে। তিশা কোনো কথা বলতে পারছে না। শুধু চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে।

তিশা জীবনে এই প্রথম কোনো পুরুষের স্পর্শ পেলো। প্রথম পুরুষ স্পর্শ যে এতো নিষ্ঠুর হবে তা তিশার জানা ছিলো না।

মানুষ যখন সুখে থাকে তখন মনে হয় গোটা পৃথিবী হাতের মুঠোয়। জীবনকে অনেক বেশি সুন্দর ও প্রানবন্ত মনে হয়। কিন্তু মানুষের জীবনে হঠাৎ করেই নেমে আসে নরক যন্ত্রণা।

তিশা ছটফট করছে। তার মুখ খুলে জোরে চিৎকার দিতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু সে পারছে না। ছেলেটি তার সমস্ত শক্তি দিয়ে তিশাকে চেপে ধরে।

তিশা অসহায় হয়ে চেয়ে থাকে। ছেলেটাকে খুব ভয়ংকর লাগছে তিশার কাছে। ছেলেটির গায়ের রঙ কালো। তবে বলিষ্ঠ ও সুঠাম দেহ।

তিশা এমন এক পৃথিবীতে এখন আছে যে পৃথিবী তার কাছে অনেক বেশি অচেনা। এ যেন ছায়ায় ঢাকা ভয়ংকর এক পৃথিবী। ভয়ে তিশার শরীর কাঁপছে থরথর করে।

তিশা কোনো কিছু বুঝে উঠার আগেই ছেলেটি হাত মুখ বেঁধে ফেলে। তিশা সমস্ত শরীর কাঁপছে।

তিশা ছেলেটির হাত হতে পালানোর পথ খুঁজে। তিশা অনেক বুদ্ধিমতী মেয়ে। সে পরিস্থিতি আঁচ করে চলতে পারে। কিন্তু এখন তার কোনো বুদ্ধিই কাজে আসছে না।

তিশার মনে হয় ছেলেটির সাথে কথা বলতে পারলে ভালো হতো। কোনো একটা কিছু ছেলেটাকে বলে এই বিপদ হতে উদ্ধারের পথ খুঁজে বের করা যেত। তবে তা সম্ভব হচ্ছে না। তার হাত মুখ বাঁধা।

মানুষ তার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করে যখন সে ভয়ংকর বিপদে থাকে। কারণ বিপদে থাকলে আমাদের সমস্ত সাহসের প্রয়োজন হয়। আত্মার গভীরতা উপলব্ধি করতে হলেও আমাদের সাহসের প্রয়োজন হয়।

যারা নিজেকে জানে তারা জীবনকে চিনতে পারে। জীবন হলো মানব জীবনের সুখ দুঃখের হিসাব।

হঠাৎ তিশার ঘাড়ে জোরে ধাক্কা দিলো তরুণ। পেট বিছানায় দিয়ে পড়ে গেল তিশা। ব্যাথায় কাতরাচ্ছে সে। তিশা চিৎকার দিতে চায়। কিন্তু তার মুখ হতে কোনো শব্দ বের হচ্ছে না।

তিশা কাঁদছে। কান্না থামছে না তার। তিশার ফর্সা আপেল রঙের গাল বেয়ে টপটপ করে পানি পড়ছে। চোখ বন্ধ করে আছে তিশা। লোকটার দিকে তাকাতে ইচ্ছে করছে না। তারপরও তিশা ভয়ে ভয়ে লোকটার দিকে তাকায়।

ছেলেটি তার পাশে দুহাত বিছানার দিকে হেলে দিয়ে বসে আছ। খুব ভয়ংকর লাগছে ছেলেটাকে।

ছেলেটি তিশার পিছন দিক হতে ঘাড়ে স্পর্শ করে। তিশা উষ্ণ একটা আদর অনুভব করে শরীর জুড়ে। ভয় ও ভালোলাগা দুটোই অনুভূত হচ্ছে তার দেহ মনে। উষ্ণ ও ঘুম জড়ানো আবেশে আসাড় হয়ে আসে তার সমস্ত শরীর।

ছেলেটি তিশার চুল ঘাড় হতে সরিয়ে নেয়। তিশার ফর্সা উন্মুক্ত ঘাড়ে স্পর্শ করতে থাকে। ছেলের স্পর্শ থামানোর ক্ষমতা নেই তিশার।

কোনো কিছু বুঝে উঠার আগেই তরুণ তিশার ঘাড়ে কামড় বসিয়ে দেয়। এতোক্ষণ ঘাড়ে আদর করছিলো আর এখন জোরে কামড় বসিয়ে দেয়ার কারণ বুঝতে পারে না তিশা। ব্যাথায় ককিয়ে উঠে তিশা।

তিশার সামনে ভয়ংকর একটা মানুষ। মনে হচ্ছে লোকটা তাকে মেরে ফেলবে। কিন্তু তিশা এখন মৃত্যুবরণ করতে চায় না। বহুবছর এ পৃথিবীতে বাঁচতে চায় তিশা।

তরুণ তিশার ঘাড়ে আরও জোরে কামড় বসায় যেন তরুণ একজন রক্তচোষা। তরুনের কামড় তিশা সহ্য করতে পারছে না। তিশার শরীরে শক্তিশালী বিদ্যুৎ প্রবাহ বয়ে যায়। তার শরীর অবস হয়ে আসছে। তিশার ঘাড় হতে রক্ত বের হচ্ছে। অচেতন হয়ে পড়ছে তিশা। আঁধার গ্রাস করে তিশাকে। তিশা ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে থাকে।

তরুণ নারী খুঁজে বেড়ায়। নারীর রক্তচোষে। একের পর এক ঘটে চলেছে ঘটনা। তরুণ খুব বুদ্ধিমান। তরুণ কখনোই কোনো বিপদের মুখোমুখি হয়নি। সে সহজেই পরিস্থিতি বুঝে পরিবেশের সাথে মানিয়ে নেয়। সে ভুল এড়িয়ে চলে। সবকিছু নিখুঁতভাবে করতে পছন্দ করে সে।

তরুণের লক্ষ্য তন্বী দেহী সুন্দরী মেয়ে। তার যখন কোনো মেয়ে লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় তখন সে মেয়েটিকে চোখে চোখে রাখে। মেয়েটির চলাফেরায় থাকে তার বিশেষ নজর। সবকিছুই তরুণ খুব সুক্ষ্মভাবে করে থাকে।

তরুণ দেখতে তেমন একটা সুদর্শন নয়। কথায়ও তেমন স্মার্টনেস নেই। তবে তার কাজ খুব সুপরিকল্পিত। কোথাও চুল পরিমাণ ত্রুটি খুঁজে পাওয়া যায় না।

শহরের অনেক পুলিশ তাকে ধরার জন্য বিভিন্ন জাল পেতে রেখেছে। কিন্তু পুলিশের কোনো চেষ্টাই সফল হতে দেয় তার বুদ্ধি ও কাজ।

গত সাত দিন ধরে রিয়াকে চোখে চোখে রেখে চলেছে তরুণ। একুশ বছরের সুন্দরী তরুণী রিয়া। স্ট্রবেরি ফিগারের রিয়ার গায়ের রঙ ফর্সা। চোখ হালকা বাদামি। মাথা ভর্তি চুল। সব মিলিয়ে থাকে বেশ আকর্ষণীয় ও সুন্দর লাগে যা যেকোনো তরুণের কামনার বস্তু।

তরুণ রিয়াকে দেখতে পায় বসুন্ধরা সিটি শপিংমলের সামনে। অভিজাত ভঙ্গিতে ছোট ছোট পা ফেলে হাঁটছে রিয়া। চমৎকার সুগঠিত পা। রিয়ার শরীর এতো আকর্ষণীয় যেন তা ভাস্কর্যের তৈরি।

রিয়ার হাবভাব দেখে তরুণের তাকে বুদ্ধিমতী বলে মনে হয়। রিয়া উষ্ণ ও মিষ্টি।

রিয়া তরুণের দৃষ্টি সীমায় চলে আসে। রিয়া তরুণের দিকে তাকিয়ে হাসে। তরুণও রিয়ার দিকে তাকিয়ে হাসে।

তরুণ বসা হতে উঠে দাঁড়াল। আড়মোড়া ভেঙে রিয়ার দিকে এগিয়ে যায় তরুণ।

রিয়ার কাছাকাছি যায়। রিয়ার হাতে শপিং ব্যাগ। তরুণ রিয়ার চোখে চোখ রাখে। রিয়া তরুণে চোখে অদ্ভুত এক মায়া দেখতে পায়।

তরুণ রিয়ার হাত হতে কয়েকটি শপিং ব্যাগ তার হাতে নয়। রিয়া প্রথমে তরুণকে ব্যাগ দিতে চায় না। তবে তরুণের জোরাজোরি করার পর রিয়া শপিং ব্যাগ তরুণের হাতে দেয়।

ব্যাগগুলো তরুণকে দেয়ার সময় রিয়া মিষ্টি হাসি ফোঁটায় ঠোঁটে। তরুণও রিয়ার হাসির সাথে তাল মিলিয়ে হাসছে। তবে তরুণের মাথায় বিস্ফোরিত হচ্ছে অন্য কিছু।

রিয়া মনোযোগ দিয়ে তরুণকে দেখছে। তরুণের মুখে এখন বোকাসোকা মানুষের মতো বোকা বোকা হাসি।

তরুণ বোকা বোকা হাসি চেপে সহজ সরল ভঙ্গিতে রিয়াকে বলে তার ফোন নাম্বার ও বাসার এড্রেস দিতে। রিয়া সহজ মনে তরুণকে তার বাসার এড্রেস ও ফোন নাম্বার দিয়ে দেয়।

তরুণ রিয়ার সাথে আর কথা না বাড়িয়ে তার হাতে থাকা শপিং ব্যাগগুলো রিয়ার গাড়িতে তুলে দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে যায়।

রিয়া মায়া মায়া চোখে তরুণের দিকে তাকিয়ে থাকে যতক্ষণ না তরুণ রিয়ার দৃষ্টির আড়ালে যায়।

আনুমানিক রাত এক টা। রিয়া ঘুমিয়ে আছে। রিয়াকে খুব সুন্দর লাগছে। রিয়ার শরীরে জড়ানো টাইট ফিটিং টি-শার্ট।

চিৎ হয়ে শুয়ে ঘুমাচ্ছে রিয়া। এক পা তুলে রেখেছে আরেক পায়ের উপর। তার সুন্দর মুখখানা বেশ নিষ্পাপ দেখাচ্ছে।

রিয়া এখন পূর্ণ যৌবনা। আয়নার সামনে দাঁড়ালে রিয়া নিজেই নিজের রূপে মুগ্ধ হয়ে যায়।

রিয়ার বুক অসহ্য রকমের আকর্ষণীয় ও খাড়া খাড়া। দেখলেই যেকোনো তরুণের স্পর্শ করতে ইচ্ছে করবে তার বুক।

রিয়া গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। তার আকর্ষণীয় দেহটা ঘুমের ঘোরে মাঝে মাঝে এপাশ থেকে ওপাশ হচ্ছে।

তরুণ রিয়াদের বাসার সামনে। সাবধানে এবং নিঃশব্দে গেইট টপকায় তরুণ। কেয়কটি কুকুর ঘেউঘেউ শব্দ করতে করতে গেইটের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে।

তরুণ ভয় পেয়ে যায়। ভয়ে তার বুক কাঁপছে। তরুণ কোনো উপায় না পেয়ে গেইটের বাঁ দিকে একটা ময়লার ড্রামের পিছনে গিয়ে লুকিয়ে পড়ে।

কুকুরগুলো গেইটের সামনে এসে কাউকে দেখতে না পেয়ে রাগে একে অন্যের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ আবার আগের জায়গায় চলে যায়।

তরুণ ময়লার ড্রামের পিছন হতে বের হয়ে এসে খুব সাবধানে ছোট ছোট পা ফেলে বাড়ির পিছন দিকে যায়।

রিয়ার রুম বরাবর একটা ময়লার পাইপ দেখতে পায়। তরুণ ময়লার পাইপ বেয়ে হামাগুড়ি দিয়ে তিন তালায় উঠে।

তিন তলায় উঠে অস্বস্তিতে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে থাকে তরুণ। নিস্তব্ধ রাত। তরুণের নিঃশ্বাসের আওয়াজ অনেক দূর পর্যন্ত যেতে থাকে।

তরুণ অনেক কষ্টে জানালা খুলে রিয়ার বেডরুমে প্রবেশ করে। ঘরে প্রবেশ করে তরুণের নিঃশ্বাস ঘন হয়ে উঠে।

তরুণ তার নিথর দেহে দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। কিছুটা শক্তি সঞ্চয় করে তরুণ রিয়ার কাছে আসে।

তরুণ তার নিজের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ফিরে পায়। অর্ধ নগ্ন শরীরে তরুণ রিয়ার পাশে এসে বসে। তরুণ নিজেকে একসাথে খুব অসহায় ও ভয়ংকর মনে করতে থাকে। এই দুই রকমের অনুভূতিকে উপভোগ করছে সে।

তরুণ সাহস বাড়ানো জন্য গভীর একটা দম নেয়। ফুসফুসের ভেতরটা নাড়া দিয়ে উঠে। তরুণ জানে সে যা করছে তা স্বপ্ন নয়। সত্যি সত্যি করছে।

বেশ কিছুক্ষণ তরুণ বিছানায় শোয়া সুন্দরী রিয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে। খুব নিষ্পাপ ও স্নিগ্ধ লাগছে মেয়েটাকে।

তরুণ রিয়ার হাত স্পর্শ করে। রিয়াকে তার বড় আপন আপন মনে হচ্ছে। মেয়েটার শরীর হতে মুগ্ধকর এক স্মেল ছড়াচ্ছে যা তরুণের বেশ লাগছে।

তরুণ মেয়েটির ঘন কালো ঝলমলে চুলে স্পর্শ করে। রিয়ার চুল বেশ নরম।

তরুণ রিয়ার চুলে হাত বুলাতে থাকায় রিয়া ঘুম হতে জেগে ওঠে। রিয়া চোখ তুলে তাকায় তরুণের দিকে। মুক্তোর দানার মতো ঝকঝকে রিয়ার চোখ।

রিয়া মুহূর্তের জন্য নির্বাক হয়ে যায়। কোনো কিছু বুঝে উঠার আগেই তরুণ রিয়ার হাত মুখ চেপে ধরে।

তরুণ রিয়ার হাত পা মুখ বেঁধে ফেলে। নরম গলায় রিয়াকে বলে, আমি তোমার ক্ষতি করব না। তোমার সুন্দর তন্বী দেহী শরীরের উপর আমার কোনো লোভ নেই। আমাকে ভয় পেও না।

রিয়ার হাত পা মুখ বেঁধে ফেলায় তার হৃৎপিণ্ডের গতি দ্বিগুণ হয়ে যায়। তবে তরুণের কথা শুনে রিয়ার হৃৎপিণ্ডের গতি স্বাভাবিক হতে থাকে।